আল্লাহর প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টি

12-November-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ یَوۡمَ الۡجُمُعَۃِ کَانَتۡ شَفَاعَۃٌ لَّہٗ عِنۡدِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় দায়িত্বে থাকবে।**(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস ২২৩৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উপার্জনের মাধ্যম

বর্ণিত আছে: মসজিদুল হারাম শরীফে (মক্ক শরীফ) এক ইবাদতকারী ব্যক্তি রাতভর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, দিনে রোযা রাখতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি এসে দু'টি রুটি দিয়ে যেতো, তিনি তা দিয়ে ইফতার করে নিতেন অতঃপর পরের দিনের জন্য ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যেতেন। একদিন তার মনে খেয়াল আসলো যে, এটি কিরূপ ভরসা? আমি তো একজন মানুষের প্রদানকৃত রুটিন প্রতি ভরসা করে আছি! এবং সৃষ্টির

অন্নদাতা **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসা করছি না, সন্ধ্যায় যখন রুটি প্রদানকারী আসলো তখন ইবাদতকারী তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনিভাবে তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। যখন ক্ষুধা প্রাধান্য বিস্তার (Domination) করলো তখন আপন **রবের** প্রতি ফরিয়াদ করলেন। রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত এবং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "আমি আমার বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠাতাম তুমি তা ফিরিয়ে দিতে কেন?" ইবাদতকারী আরয করলেন: মওলা! আমার মনে হলো যে, হয়তো আমি আপনি ছাড়া অন্যের প্রতি ভরসা করে আছি। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: "সেই রুটি কে পাঠাতো?" ইবাদতকারী আরয করলেন: **হে আল্লাহ**! আপনিই তো প্রেরণকারী। আদেশ হলো! "এখন থেকে আমি পাঠাবো তুমি ফিরিয়ে দেবে না।" সেই স্বপ্নের মাঝে এটাও দেখলেন যে, সেই রুটি আনয়নকারী ব্যক্তি **রাব্বুল আলামিনের** দরবারে উপস্থিত। **আল্লাহ পাক** তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি এই ইবাদতকারীকে রুটি দেয়া কেন বন্ধ করে দিলে?" সে আরয করলো: **হে মালিক ও মওলা**! "আপনি ভালই জানেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: "হে বান্দা! সেই রুটি তুমি কাকে দিতে?" সেই বান্দা আরয করলো: আমি তো তোমাকেই দিতাম (অর্থাৎ তোমার পথেই দিতাম) ইরশাদ হলো: "তুমি তোমার আমল অব্যাহত রাখো, আমার নিকট তোমার জন্য এর প্রতিদানে জান্নাত রয়েছে।" **(রওযুর রিয়াহীন, ১৩৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা সদকা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হয়ে যায় আর এটাও জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ পাকের** নেক এবং

পরহেযগার বান্দারা তাওয়াক্কুলের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। সেই ইবাদতকারী ব্যক্তি রাতভর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন, দিনে রোযা রাখতেন আর এভাবেই রাত দিন ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, তাঁর এরূপ বিশ্বাস (Believe) ছিলো যে, সেই পবিত্র সত্তা, আমি যার ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছি, রুজি দেয়া এবং নিজের বান্দাকে খাবার খাওয়ানো **তাঁরই** কাজ, আমি **তাঁর** কাজে ব্যস্ত এবং **তাঁরই** ইবাদত করছি তবে **তিনি** তো উপায় সরবরাহকারীও, আমার রুজির উপায় বানিয়ে দেবেনই এবং এমনই হতো, প্রতিদিন এক বান্দা সন্ধ্যার সময় এসে তাঁকে দু'টি রুটি দিয়ে যেতো, যা দ্বারা তিনি রোযার ইফতার করতেন এবং আবারো ইবাদতে লেগে যেতেন।

নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্তার প্রতি এভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা, **তাঁর** প্রিয় বান্দাদের পদ্ধতি। এই ঘটনা থেকে তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টির প্রেরণাও পাওয়া যায়। ভাবুন তো! আমরা যখন রমযানের ফরয রোযা রাখি তখন ইফতারে খাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নত ও আলিশান নেয়ামত জমা করে থাকি, একটি কাঙ্ক্ষিত জিনিসও যদি কম হয়ে যায় তবে পরিবারের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই, আর **আল্লাহ পাকের** সেই ইবাদকারী বান্দা রোযা রাখতেন কিন্তু ইফতারের সময় মাত্র দু'টি রুটি দ্বারা অতিবাহিত করতেন, তিনি তাঁর নফল রোযার জন্য আমাদের ফরয রোযার চেয়েও বেশী উন্নত এবং উত্তম ইফতারের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করতেন, আমাদেরও অল্পেতুষ্টির (Contentment) অভ্যাস গড়া উচিৎ, আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকে রিযিক সল্পতা এবং সম্পদে বরকতহীনতার শিকার লক্ষ্য করা যায়, তাদের উচিৎ যে, রিযিক বৃদ্ধি এবং বরকতের পাশাপাশি অল্পেতুষ্টতার দৌলত

অর্জনের জন্য দোয়া করা, কেননা অল্পেতুষ্টতা যে বান্দার নসীব হয়ে যায়, তাকে দুনিয়া ও এতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। অল্পেতুষ্টি বান্দাকে অন্যের সামনে নত হওয়া এবং কারো সামনে হাত প্রসারিত করা থেকে বাঁচিয়ে শুধুমাত্র সত্যিকার **আল্লাহ্ রাজ্জাকের** প্রতি ভরসা করা শেখায়। অল্পেতুষ্টি বান্দার মাঝে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে আর চাহিদার অনুসরন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা শ্রবণ করি: মানুষ যা কিছু **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পায়, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভকে ছেড়ে দেয়াকে **"অল্পেতুষ্টি"** বলে। অল্পেতুষ্টির অভ্যাস মানুষের জন্য **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত, অল্পেতুষ্ট মানুষ প্রশান্তির দৌলত দ্বারা মালামাল তাকে আর লোভী মানুষ সর্বদা চিন্তগ্রস্থ থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে অল্পেতুষ্টি উচ্চ পর্যায়ের মানবিক গুণসমূহের মধ্যে খুবই সুন্দর গুণ, অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি নিজের চাহিদা সমূহ পরিহার করতে সফল হয়ে যায় আর অল্পেতুষ্টি থেকে বিরত ব্যক্তি নফসের গোলাম হয়ে সর্বদা এদিক সেদিক ধাক্কা খেতে থাকে। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করার তৌফিক অর্জিত হয় আর অল্পেতুষ্টি থেকে বিরত ব্যক্তির যদি একটিও চাহিদা পূর্ণ না হয় তবে সে অভিযোগ অনুযোগ করতে থাকে। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি আরো চাহিদা করার পরিবর্তে ধৈর্যের আচঁল আকঁড়ে ধরে। অল্পেতুষ্টি মানুষের তীব্র প্রচেষ্টা,

উচ্চ ভাবনা, বুযুর্গী, খোদাভীতি এবং ধৈর্যের নিদর্শন স্বরূপ হয়, আর চাহিদার অনুসরনকারী মানুষের নফসের অনুসারী, লালসা, কৃপণতা এবং **আল্লাহ পাকের** পথে খরচ করা থেকে দুরত্বের কারণ হয়। অল্পেতুষ্টির গুরুত্ব জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** নেক এবং নৈকট্যশীল বান্দাদেরই এই পবিত্র স্বভাব (Habit) এবং অভ্যাস দান করে থাকেন। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে এযামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুবারক জীবনোপায় আমাদের জন্য উত্তম নমুনা স্বরূপ।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অল্পেতুষ্টির প্রতি লাখো সালাম!

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ জিন্দেগী ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হায়াতে কোথাও আরাম, আয়েশ ও প্রশান্তির উপকরণ লক্ষ্য করা যায় না এবং কখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব বস্তু অর্জনের চেষ্টাও করেননি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গনীমত স্বরূপ বড় বড় ধন ভান্ডার পেতেন, কিন্তু **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

সাহাবীয়ে রাসুল, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার তিন দিন পর্যন্ত কখনো পেট ভরে খাবার খাননি, এমনকি **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। **(বুখারী, কিতাবুল আতইমা, ৩/৫২০, হাদীস নং-৫৩৭৪)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উভয় জগতে সরদার হওয়ার পরও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাটাইয়ে আরাম করতেন, নুরানী মাথা মুবারক রাখার জন্য খেজুরের

বাকল ভর্তি চামড়ার বালিশ ব্যবহার করতেন। (আল মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, ৫/৯৬) কখনো সুস্বাধু এবং মঝাদার খাবারের আকাঙ্খা করেননি। এমনকি কখনো **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাপাটি খাননি, যবের মোটা মোটা রুটি অধিকাংশ সময় খাবারে ব্যবহার করতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৫৮৫, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা সায়্যিদ মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত পর্যন্ত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আহলে বাইতগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনো যবের রুটিও দু'দিন লাগাতার খাননি। হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, পুরো পুরো মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, পবিত্র ঘর মুবারকে (চুলায়) আগুনও জ্বলতো না, কয়েকটি খেজুর এবং পানিতেই দিন চলে যেতো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (হে লোকেরা!) আমি চাইলে তোমাদের থেকে উত্তম খাবার খেতে পারি এবং তোমাদের থেকে উত্তম পোষাক (Dress) পরিধান করতে পারি, কিন্তু আমি আমার আরাম ও আয়েশ আমার আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই। (খাযায়িনুল ইরফান, ৯২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'জাহানের ধনভান্ডারের মালিক হওয়ার পরও অল্পেতুষ্টিতে পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেছেন, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসারন করে চলা, **তাঁরই** অনুসরন করি এবং অল্পেতুষ্ট হই।

মনে রাখবেন! অল্পেতুষ্টিতার অসংখ্য ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা রয়েছে, আসুন! এ থেকে কিছু শ্রবণ করি:

অল্পেতুষ্টির উপকারীতা এবং চাহিদার অনুসরনের ক্ষতিসমূহ

(১) অল্পেতুষ্টতা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা নিঃশেষ করে দেয়, আর চাহিদার অনুসরনকারী দুনিয়ার ভালবাসায় বন্দি হয়ে যায় এবং একটি সময় দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে বসে, যা দ্বীনের জন্য হত্যাকারী বিষ সমতুল্য।

(২) অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি উপায়ের চেয়ে উপায় সৃষ্টিকারী **আল্লাহ পাকের** প্রতি দৃষ্টি রাখে, এমনিভাবে সে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষীতা থেকে বেঁচে থাকে আর অল্পেতুষ্ট বিমুখ ব্যক্তি উপায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একেই সব কিছু মনে করে বসে, এমনিভাবে সে মানুষের নিকট আশা করে এবং তাদের থেকে প্রত্যাশী হয়ে যায়।

(৩) অল্পেতুষ্টতা মানুষকে চাহিদার অনুসারী হওয়া থেকে বাচিঁয়ে নেয় এবং এর বরকতে জীবন প্রশান্তি এবং সন্তোষময় (Satisfaction) ভাবে অতিবাহিত হয় আর চাহিদার অনুসরন অশান্তিময় এবং মানসিক অস্বস্তি জন্ম দেয়।

(৪) অল্পেতুষ্টতার কারণে লালসা এবং কৃপণতার ন্যায় মন্দ অভ্যাস ধ্বংস হয়ে যায়, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা, **আল্লাহর** পথে ব্যয় করার প্রেরণা সৃষ্টিতে অল্পেতুষ্টি খুবই প্রভাব রাখে আর অল্পেতুষ্ট বিমুখ ব্যক্তি লালসা এবং কৃপণতার ন্যায় মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, এরূপ ব্যক্তির কোন চাহিদা পূর্ণ না হওয়াতে مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাকের** দানের প্রতি আপত্তি করতে থাকে।

(৫) সবচেয়ে বেশি অল্পেতুষ্টতার উপকারীতা হলো যে, তা দ্বারা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। **প্রিয়**

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ইসলামের হেদায়ত পেয়েছে, তার উপার্জন প্রয়োজন অনুযায়ী হয় আর সে তাতে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৫৬, হাদীস ২৩৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পেতুষ্টিতা হলো তাওয়াক্কুলের সিড়ি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অল্পেতুষ্টতার ন্যায় তাওয়াক্কুলও সেসব গুণাবলীর অর্ন্তভূক্ত, যা মানুষের চরিত্রকে উত্তম বানায়। অল্পেতুষ্টিতা এবং তাওয়াক্কুল পরস্পরে মাঝে গভীর সম্পর্ক (Connection) রয়েছে। অল্পেতুষ্টতা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের সিড়ি, মানুষকে তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং বান্দা অল্প সম্পদেও তুষ্ট হয়ে **রাব্বে করীমে**র প্রতি ভরসা করে থাকে। **আল্লাহ পাকে**র প্রতি তাওয়াক্কুল ঈমানের ওয়াজিব ও ফরয সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাকে**র প্রতি তাওয়াক্কুল করা ফরযে আইন। **(ফাযায়িলে দোয়া, ২৮৭ পৃষ্ঠা)** যার অন্তরে তাওয়াক্কুলের নূর নাই তার ঈমান পরিপূর্ন নয় এবং তার অন্তর অন্ধকার নগরী ছাড়া আর কিছু নয়। তাওয়াক্কুল ঈমানের রূহ এবং এমন একটি আমল যা বান্দাকে **আল্লাহ পাকে**র নিকটবর্তী করে দেয় এবং মানুষ থেকে দূর করে দেয়। বিপদাপদ এবং কষ্টে তাওয়াক্কুলই বান্দাকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি (Power) জোগায়। বিপদে তাওয়াক্কুলই মানুষের আশাকে জাগ্রত করার উপায় হয়।

তাওয়াক্কুলের অর্থ ও মর্মার্থ

তাফসীরে **"সীরাতুল জিনান"** ৩য় খন্ডের ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওয়াক্কুলের অর্থ এটা নয় যে, মানুষ নিজেকে এবং নিজের চেষ্টাকে বেকার এবং অহেতুক মনে করে ছেড়ে দিবে, যেমনটি কিছু মূর্খরা বলে থাকে বরং তাওয়াক্কুল এটাই যে, মানুষ দৃশ্যমান উপায়কে অবলম্বন কবরে কিন্তু অন্তর থেকে এই উপায়ের প্রতি ভরসা করবে না বরং **আল্লাহ পাকে**র সাহায্যের প্রতি সমর্থন এবং সহায়তার প্রতি ভরসা করবে। (তাফসীরে কবীর, আলে ইমরান, ১৫৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪১০) এই বিষয়ের সমর্থন এই হাদীসে মুবারাকা থেকেও পাওয়া যায়:

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি আমার উটকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করবো নাকি ছেড়ে দিয়ে? ইরশাদ করলেন: "তা বেঁধে রাখো অতঃপর তাওয়াক্কুল করো।" (তিরমিযী, কিতাবু সিফতে ইয়ামুল কিয়ামাতে, ৪/২৩২, হাদীস ২৫২৫) অর্থাৎ তাওয়াক্কুল ঐ বিষয়ের নাম, যা যেকোন কাজ করতে উপায়কে **সুন্নাতে মুস্তফা** মনে করে অবলম্বন করা এরপর পরিনতি **আল্লাহ পাকে**র উপর ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওয়াক্কুল মানে উপায়কে ত্যাগ করার নাম নয় বরং উপায়ের প্রতি আস্থা ত্যাগ করার নামই হলো তাওয়াক্কুল। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭৯) অর্থাৎ উপায়কে ত্যাগ করা তাওয়াক্কুল করা নয় বরং উপায়ের উপর আস্থা না করা এবং **আল্লাহ পাকে**র সত্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করার নামই হলো তাওয়াক্কুল।

মানুষের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোই আল্লাহ পাকের পছন্দ

বর্ণিত আছে যে, একজন নেককার ব্যক্তি লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো: "যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** আমাকে রিযিক দিবেন না, ততক্ষণ আমি কারো নিকট কিছু চাইবো না।" এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং রিযিক এলো না, যখন মৃত্যুর উপক্রম হলো তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: "হে আমার **প্রতিপালক**! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, সুতরাং আমার ভাগ্যে লিখিত রিযিক আমাকে প্রদান করো, নয়তো আমার রূহ কবয করে নাও।" অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "আমার সম্মান ও প্রতিপত্তির শপথ! আমি তোমাকে রিযিক দেবো না যতক্ষন না তুমি লোকালয়ে ফিরে যাবে এবং মানুষের মাঝে বসবে।" সেই নেককার ব্যক্তি লোকালয়ে ফিরে গেলো এবং বসলো, কেউ খাবার নিয়ে এলো, কেউ পানি নিয়ে এলো, সে পেঠভরে খেলো এবং পান করলো কিন্তু মনে সন্দেহ (Doubt) সৃষ্টি হয়ে গেলো, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "তুমি কি নিজের দুনিয়াবী পরহেযগারীতা দ্বারা আমার পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে দিতে চাও, তুমি কি জানো না যে, নিজের কুদরতের হাত দ্বারা মানুষকে রিযিক দেয়ার পরিবর্তে আমার এটি অধিক পছন্দ যে, মানুষের হাত দ্বারা মানুষের নিকট রিযিক পৌঁছানো।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩২৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, রিযিক অর্জনের জন্য আবশ্যক যে, বান্দা যেনো উপায় অবলম্বন করে, হাত গুটিয়ে বসে থেকে উপায় অবলম্বন করা থেকে বিরত হয়ে শুধুমাত্র তাওয়াক্কুল তাওয়াক্কুল বলে বেড়ানো তাওয়াক্কুল নয়, অনুরূপভাবে শুধুমাত্র নিজের চেষ্টাকেই সবকিছু মনে করা বা শুধুমাত্র উপায়ের উপরই ভরসা করে বসে থাকা, এটাও

তাওয়াক্কুল নয়। সত্যিকার তাওয়াক্কুল হলো যে, উপায় অবলম্বন করা, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা, ভাগ্যের দরজায় কড়া নাড়া, অতঃপর এই উপায়ের উপর ভরসা না করা বরং **আল্লাহ পাকে**র সত্তার প্রতি ভরসা করা, কেননা সকল কাজই কোন না কোন মাধ্যম দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে, যেমন; পেট তখনই ভরে, যখন বান্দা খাবার খায়, খাবার খাওয়া ছাড়া পেট ভরতে পারে না, বৃষ্টি তখনই হবে যখন মেঘ বিদ্যমান থাকে, মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হতে পারে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে পাকের আলোকে তাওয়াক্কুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করা এবং নিজের সকল কাজ সম্পাদন **তাঁরই** প্রতি সর্মপন করে দেয়া একটি উত্তম গুণ, **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র সত্তার প্রতি আমাদের এমন পরিপূর্ণ ভরসা হওয়া উচিৎ যে, যখনই কোন নেক ও জায়িয কাজের ইচ্ছা বা শুরু করবো তখন শুধুমাত্র উপায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে উপায় সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি হওয়া উচিৎ, কেননা উপায় তো অস্থায়ী এবং নশ্বর হয়ে থাকে। যে মুসলমান রোগ, কষ্ট, বিপদাপদ বরং নিজের প্রত্যেকটি বিষয়ে **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করে তবে তার বিষয়টি অনন্য, কেননা তাওয়াক্কুলের বরকতে **আল্লাহ পাক** শুধু তার সাহায্যকারী ও রক্ষক হয়ে যান না বরং এর বরকতে সেই দয়াময় **আল্লাহ পাক** তাকে নেয়ামত ও উপহারও প্রদান করেন। **আল্লাহ পাক** ২৮তম পারার সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

(পারা ২৮, সূরা তালাক, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যে **আল্লাহ**র উপর ভরসা করে, তবে **তিনি** তার জন্য যথেষ্ট।

৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের **১৫৯** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিঃসন্দেহে, নির্ভরকারীরা **আল্লাহ**র প্রিয়ভাজন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার পর বলেন: সেই মর্যাদা কতইনা মহান, যাতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা অর্জিত হয় এবং তার **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে প্রাচুর্য্যের জামানতও অর্জিত হয়, তবে যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাক** প্রাচুর্য্য দান করেন, তাকে ভালবাসেন এবং তাকে ছাড় দেন, সে অনেক বড় সফলতা (Success) অর্জন করলো, কেননা যে ভালবাসার পাত্র হয় তার না আযাব হবে, না দূরত্ব থাকবে এবং না সে পর্দার আড়ালে থাকবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩০০)

কোরআনে করীমের অপর একটি স্থানে তাওয়াক্কুলকারীকে পরিপূর্ণ মুমিন বলা হয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ৯ম পারার সূরা আনফালের ২য় আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۚ﴿۲﴾

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঈমানদার তারাই, যখন **আল্লাহ**কে স্মরন করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমানের উন্নতি হয় এবং নিজেদের রবের উপরই নির্ভয় করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! এই আয়াতে করীমায় ঈমানের সচ্ছতা এবং কামিল মানুষের তিনটি গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে:

(১) যখন **আল্লাহ পাক**কে স্মরন করা হয় তখন তাদের অন্তর ভয় পেয়ে যায়, (২) **আল্লাহ পাকে**র আয়াত শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে যায়, (৩) তারা আপন **প্রতিপালকে**র প্রতিই ভরসা করে থাকে। (সীরাতুল জিনান, ৩/৫১৯) আফসোস! আজকাল আমরা তাওয়াক্কুল করা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, সম্পদ উপার্জনের ধ্যান আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, তাওয়াক্কুলের পাত্র হাত থেকে ছুটে গেছে।

তাওয়াক্কুল এবং হাদীসে মুবারাকা

হাদীসে মুবারাকার অসংখ্য স্থানে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন ভাবে তাওয়াক্কুলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। আসুন! "তাওয়াক্কুল" সম্পর্কে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যদি তুমি **আল্লাহ পাকে**র প্রতি এভাবে ভরসা করো যেভাবে **তাঁর** প্রতি ভরসা করার হক রয়েছে, তবে **তিনি** তোমাকে এমন ভাবে রিযিক প্রদান করবেন, যেভাবে পাখিকে প্রদান করেন, তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ঘরে ফিরে।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবু ফি তাওয়াক্কালু আলাল্লাহ, ৪/১৫৪, হাদীস ২৩৫১)

২. ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় **আল্লাহ তাঁর** প্রিয় বান্দাদেরকেই দান করেন (১) চুপ থাকা এবং এটিই ইবাদতের প্রাথমিক অবস্থা (২) তাওয়াক্কুল (৩) নম্রতা এবং (৪) দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা।

(ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু যুম্মুল কবীর, ১০/২৫৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে, তবে যেন **আল্লাহ পাকে**র প্রতি ভরসা করে

এবং যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সে যেন সম্মানিত হয়ে যায়, তবে তার উচিৎ যে, পরহেযগারীতা অবলম্বন করা আর যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে যায়, তবে তার উচিৎ যে, নিজের নিকট বিদ্যমান বস্তুর চেয়ে বেশি এই বস্তুর প্রতি আস্থা করা, যা **আল্লাহ পাকের** কুদরতের হাতে রয়েছে। (মিনহাজুল আবেদিন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: আমাকে সকল উম্মতদের দেখানো হয়েছে (আমি দেখলাম) যে, কোন নবী নিজের উম্মতদের নিয়ে যাচ্ছে, কেউ দলকে, কেউ ১০ জনকে, কেউ ৫ জনকে এবং কোন নবী একাই যাচ্ছে, অতঃপর অনেক বড় একটি দলে দিকে আমার দৃষ্টি পড়লে আমি জিব্রাঈলকে (عَلَيْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কি আমার উম্মত? জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: না! বরং আপনি আসমানের দিকে দেখুন! যখন আমি আসমানের দিকে তাকালাম তখন আমি অনেক বড় একটি দল দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: আপনার উম্মত হচ্ছে এরা, এদের মধ্য হতে ৭০ হাজার ব্যক্তি হিসাব নিকাশ ছাড়াই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম: এর কারণ কি? জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: এরা হলো সেই লোক, যারা (ক্ষতস্থানে গরম লোহা ইত্যাদির) দাগ লাগাতো না (অর্থাৎ যদিওবা ক্ষতস্থানে দাগ লাগানো জায়িয কিন্তু যেহেতু জাহেলিয়্যতের যুগে দাগ লাগানোকে আরোগ্যের জন্য স্থায়ী উপসর্গ মানা হতো, তাই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে তাওয়াক্কুলের বিপরীত বলে ঘোষনা করেছেন), ঝাঁড় ফুঁক করতো না (অর্থাৎ অমুসলিমদের ঝাঁড় ফুঁক থেকে বেঁচে থাকতো, অন্যথায় কোরআনী আয়াত, দোয়ায়ে মাসুরা দ্বারা দম করা সুন্নাত) এবং (পূর্বলক্ষণ নেয়ার জন্য) পাখি উড়াতো না বরং এই

লোকেরা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** প্রতি তাওয়াক্কুল করতো। হযরত সায়্যিদুনা উকাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়িয়ে আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার জন্য দোয়া করুন যে, **আল্লাহ পাক** যেন আমাকেও এই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ পাক**! উকাশাকেও তাদের অর্ন্তভুক্ত করে নাও। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার জন্যও দোয়া করুন যে, **আল্লাহ পাক** যেন আমাকেও তাদের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (এই দোয়ায়) উকাশা তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করে নিয়েছে। (বুখারী, ৪/২৫৮, হাদীস ৬৫৪১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা যেন তাওয়াক্কুলে অভ্যস্ত হয়ে যাই এবং **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করি। তাওয়াক্কুলের অভ্যাস গড়তে, নেককার করতে, হিংসা ও লোভ এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচতে আর অপরকে বাঁচাতে, সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন, **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও পুস্তিকা বিশেষ করে **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ড এবং **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) **"গীবত কে তাবাকারিয়া"** এবং (২) **"নেকীর**

দাওয়াত” থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় “**মাদানী দরস**” বলা হয়। ✯ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও “**সালামে**”র সুন্নাত প্রসার হয়। ✯ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও পুস্তিকা থেকে ইলমে দ্বীনের মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✯ বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✯ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি “**মাদানী দরস**” হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে “**মাদানী দরস**” এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **“ফয়যানে সুন্নাতের দরসে”** অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো, এভাবে **“মাদানী দরস”** এর বরকতে তার পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

ফলোআপ বিভাগ (Follow up)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে **১০৮**টিরও বেশি বিভাগে সুন্নাতে সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ফলোআপ (Follow up) বিভাগ"**, যা কাবিনা অফিসের একটি যেলী বিভাগ। মনে রাখবেন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিক সেটআপ ৬টি রিজোন সম্বলিত, এই রিজোনে ৬জন রিজোন নিগরান রয়েছে, যারা নিজ নিজ রিজোনের ব্যবস্থাপনা দেখে থাকে। এই রিজোন নিগরানগণ তাদের শিডিউল অনুযায়ী পুরো রিজোনের বিভিন্ন বিভাগ, রিজোন, জোন এবং কাবিনার সভা করে থাকে, যাতে যিম্মাদারগণের দায়িত্বে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে ফলোআপের পয়েন্ট সমূহের ফাইল ফলোআপ বিভাগের যিম্মাদার রিজোন নিগরানের সহকারী থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এই ফাইল চেক করার পর ফলোআপের সফটওয়ারে যেই যেই যিম্মাদারের দায়িত্বে মাদানী কাজ নির্ধারিত হয়েছে নেই কাজ তার লক্ষ্য সহ এন্ট্রি করা হয়, ফাইল বানিয়ে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে সেন্ড করা হয় এবং নির্ধারিত কাজের যিম্মাদারদের মাঝে মাঝে ফলোআপ করা হয়। যতই কাজের কার্যবিবরনি আপডেট হতে থাকে, সফটওয়ারেও এর পার্সেন্টেজ সহকারে এন্ট্রি করা হয়। যিম্মাদারের সাথে কখন, কতবার, কোন কোন তারিখে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং কি কি রিপ্লাই সংগৃহিত হয়েছে, তার পরিপূর্ণ রেকর্ড **"ফলোআপ বিভাগ"** এর সফটওয়ারে আপডেট করা হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত যিম্মাদারের সাথে ফলোআপ অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ সেই কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায় না।

এছাড়াও মারকাযী মযলিশে শূরা ও পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবিনার সকল সভায় বিভিন্ন শূরা সদস্য, বিভাগ সমূহের মজলিশের নিগরান এবং অন্যান্য যিম্মাদারগণের দায়িত্বে যে কাজ নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাও ফলোআপের সফটওয়ারে রেকর্ড রাখা হয়, সেই সকল যিম্মাদারদের সাথে ফলোআপ করার পর তাদের কার্যবিবরনি নিগরানে পাকিস্তানের দরবারে উপস্থাপন করা হয়, যাতে পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবিনার নিগরানের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তা আবারো যিম্মাদারদের পাঠিয়ে দেয়া হয়, যে পয়েন্ট সমূহ নিগরানে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ক্লোজ করানো হয় তাও ক্লোজ করা হয়। সকল শূরা সদস্য এবং জোন নিহরানের সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারার কার্যবিবরণি ফলোআপ বিভাগের অধিনের সকল যিম্মাদার থেকে সংগ্রহ করে প্রতি সপ্তাহে নিগরানে পাকিস্তানের দরবারে ফাইল বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অন্যান্য কাজের মধ্যে হলো জামেয়া, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ এবং ফয়যানে মদীনার যেখানে মাটির নিচের পানি খারাপ সেখানে পানির প্লান্টস লাগানোর কাজও **"ফলোআপ বিভাগ"** এর দায়িত্ব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াক্কুল কারীদের ঘটনাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা তাওয়াক্কুল সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! যার তাওয়াক্কুলের নেয়ামত অর্জিত হয়ে যায়, সে খুবই সৌভাগ্যবান, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা তাওয়াক্কুলের গুণে গুণান্বিত হয়। আসুন! তাওয়াক্কুলের প্রেরণা বাড়াতে তাওয়াক্কুল কারীদের দু'টি কাহিনী শ্রবণ করি:

শয়তান আমার খাদেম

হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব হাম্মাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: আমাদের এলাকায় একজন তাওয়াক্কুলকারী যুবক বাস করতো। সে ইবাদত ও রিয়াযত এবং তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। মানুষের নিকট থেকে কোন কিছুই নিতো না, যখনই খাবারের প্রয়োজন হতো নিজের সামনে মুদ্রা ভর্তি একটি থলে পেতো। এভাবেই সে তার রাত দিন **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতে অতিবাহিত করতো এবং তাকে অদৃশ্য থেকে রিযিক দেয়া হতো, একবার লোকেরা তাকে বললো: "হে যুবক! তুমি মুদ্রা ভর্তি ঐ থলে নেওয়াকে ভয় করো! হতে পারে শয়তান তোমাকে ধোকা দিচ্ছে এবং সেই থলে তার পক্ষ থেকেই।" যুবকটি বললো: "আমার দৃষ্টি তো আমার **পাক পরওয়ারদিগার আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহের দিকেই হয়ে থাকে, আমি **তিনি** ছাড়া আর কারো নিকট কিছু চাই না, যখন আমার **আল্লাহ** আমাকে রিযিক প্রদান করেন তখন আমি তা গ্রহন করে নিই, তবে যদি সেই মুদ্রার থলেটি আমার শত্রু শয়তানের পক্ষ থেকে হয় তবে এতে আমার কি ক্ষতি বরং আমার উপকারই যে, আমার শত্রুকে আমার আজ্ঞাবহ করে দেয়া হয়েছে। যদি আসলেই এরূপ হয় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে আমার খাদিম বানিয়ে রাখুন, এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আমার খাদিম হয়ে আমার সেবা করবে আর আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখবো না বরং এটা বুঝে নিন যে, আমার **আল্লাহ পাক** আমাকে আমার শত্রুর মাধ্যমে রিযিক প্রদান করছেন। আসলেই সকল জাহানকে সেই **কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তাই** রিযিক দান করেন, **যিনি** আমার **মাবুদ**।" তাওয়াক্কুলকারী যুবকের এই কথা শুনে লোকেরা চুপ হয়ে গেলো এবং বুঝে গেলো যে, তাকে আসলেই অদৃশ্য থেকে রিযক দেয়া হয়। **(উয়ুনুল হিকায়ত, ২/১০৫)**

অনুরূপভাবে তাওয়াক্কুল সম্পর্কীত আরো একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবন করুন।

অসাধারন শাহজাদী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** (১ম খন্ড) ৩৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শাহ্ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহ্জাদী যখন বিয়ের উপযুক্ত হলো ও প্রতিবেশী দেশের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রস্তাব এলো তবুও তিনি প্রত্যাখান করলেন আর মসজিদে মসজিদে গিয়ে কোন পুন্যবান যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যিনি ভালভাবে নামায আদায় করেন আর খুব কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন।

শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বিয়ে করেছো?" তিনি না সুচক উত্তর দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বিয়ে করতে চাও? মেয়ে কোরআনে মজীদ পড়ে, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারীনি।" তিনি বললেন: "আমার সাথে কে আত্মীয়তা করবে!" শায়খ বললেন: "আমি করবো, এ নাও কিছু দিরহাম, এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী ও এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।" এভাবে শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের নেক ভাগ্যবতী মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলেন। কনে যখন বরের ঘরে আসলো তখন দেখলো পানির পাত্রের উপর একটি রুটি রাখা আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: "এ রুটি কেন?" বর বললো: "এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি।" একথা শুনে সে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। তখন বর বললো: "আমি জানতাম যে, শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর

শাহজাদী আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবে না।” কনে বললো: “আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে নয় বরং এজন্য ফিরে যাচ্ছি যে, **আল্লাহ পাকে**র প্রতি আপনার বিশ্বাস খুবই দূর্বল, তাইতো রুটি সঞ্চয় করে রেখেছেন। আমিতো আমার পিতার জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও পূণ্যবান কিভাবে বললেন!” বর একথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়ে বললো: “এ দূর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।” কনে বললো: “আপনার অপারগতা আপনি জানেন, তবে আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো এ ঘরে আমি থাকব নয়তো রুটি।” বর সাথে সাথে গিয়ে রুটিটি দান করে দিলো আর এরূপ দরবেশ চরিত্রের অসাধারণ শাহজাদীর স্বামী হতে পেরে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। **(রওযুর রিয়াহীন, ১৯২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! তাওয়াক্কুলকারীর কিরূপ আচরণ হয়ে থাকে, শাহাজাদী হওয়ার পরও এমন মহান **আল্লাহ পাকে**র প্রতি ভরসা ছিলো যে, আগামী দিনের জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখা পছন্দ হলো না! এসব কিছুই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিফল যে, যেই **আল্লাহ পাক** আজ খাইয়েছেন, **তিনি** আগামী দিনেও খাওয়াতে নিঃসন্দেহে সক্ষম। পশু পাখি ইত্যাদি কোথায় বা জমা করে রাখে! এক বেলা খাওয়ার পর আরেক বেলার জন্য বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বভাবে নাই। মুরগীর তাওয়াক্কুল প্রত্যক্ষ করুন, তাদের পানি দিন, প্রয়োজন অনুযায়ী পান করার পর পাত্রে পা রেখে পানি ফেলে দেবে। যেনো এই মুরগী নিশ্চুপ মুবাল্লিগ! আর আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে যে, হে লোকেরা! অনেক দিনের জন্য জমা

করার পরও তোমরা শান্ত হও না! আর আমি একবার পান করার পর আরেক বারের জন্য চিন্তা মুক্ত হয়ে যাই, যে এখন আমাকে পানি পান করিয়েছেন তিনি আবারো পান করাবেন। আহ! আমাদেরও তাওয়াক্কুলের নেয়ামত নসীব হয়ে যাক। আফসোস! বর্তমানের আমলহীন মুসলমান তাওয়াক্কুল তো দূরের কথা, শুধুমাত্র একটি গ্রাসের জন্য অনেক সময় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অশেষ ধন-সম্পদ এবং উন্নত খাবার থাকার পরও অপরের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, থাকার ভাল স্থান থাকার পরও অপরের বাংলো এবং বাড়ি হাতানোর চিন্তায় থাকে, কখনো অপরের সম্পদ হাতানোর জন্য ডাকাতি এবং চুরিও করে থাকে, তবে কখনো ধমক দিয়ে মানুষের সম্পদ দখল করে এবং তাদের ভীত করে দেয়, এসবের মূল কারণ হলো তাওয়াক্কুল না হওয়া, অথচ একজন বান্দার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট হওয়া চাই যে, যতটুকু তার নসীবে রয়েছে, তা অবশ্যই সে পেয়ে যাবে, সেই **আল্লাহ পাক যিনি** পাথরের মাঝে বিদ্যমান কীট পতঙ্গকেও রিযিক দেয়াতে সক্ষম, তিনি আমার পেটের জন্যও উপায় সৃষ্টি করে দেবেন। **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাগণ অন্যের থেকে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অপরের উপর ভরসা করাকেও এড়িয়ে চলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাইদ খারায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি জঙ্গলে পৌঁছাই, তখন আমার নিকট কোন পাথেয় ছিলো না, আমার খুবই ক্ষুধা অনুভূত হলো, তখন দূরে একটি লোকালয় লক্ষ্য করলাম, আমি খুশি হলাম, কিন্তু পরে নিজের প্রতি এভাবে চিন্ত ভাবনা করলাম যে, আমি অপরের প্রতি ভরসা করেছি এবং অপরের নিকট থেকে প্রশান্তি অর্জন করতে চেয়েছি, সুতরাং আমি শপথ করলাম যে, লোকালয়ে ততক্ষন পর্যন্ত

প্রবেশ করবো না, যতক্ষন পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি গর্ত খুঁড়ে বালিতে নিজের শরীরকে বুক পর্যন্ত লুকিয়ে নিলাম, অর্ধরাতে একটি উচ্চ আওয়াজ আসলো: হে লোকালয় বাসিরা! **আল্লাহ পাকে**র একজন ওলী নিজেকে বালিতে লুকিয়ে নিয়েছে, তোমরা তাঁর নিকট যাও। লোকেরা এলো এবং আমাকে বালি থেকে বের করলো আর উঠিয়ে লোকালয়ে নিয়ে গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খারায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র সত্তার প্রতি কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ভরসা ছিলো যে, প্রচন্ড ক্ষুধায় একটি লোকালয় দেখার পর খুশি হওয়াকেও তাওয়াক্কুলের বিপরীত মনে করলেন, তাওয়াক্কুলের এই উচ্চ মর্যাদা তাদেরই উপযুক্ত ছিলো, আমাদেরও উচিৎ যে, উপায় অবলম্বন করার পর **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করা এবং **তাঁর** উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা। তাওয়াক্কুলের গুণ সৃষ্টি করার কারণে বান্দা যেমনি ভাবে এই দুনিয়ার অসংখ্য আবর্জনা থেকে বেঁচে যায়, তেমনি আখিরাতের সফলতার জন্যও তাওয়াক্কুলের গুণ অনেক কাজে আসে। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

তাওয়াক্কুল হচ্ছে উত্তম বিষয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমাকে হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আসুন আমি এবং আপনি এই চুক্তি করি যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ প্রথমে ওফাত বরন করি না কেন, সে স্বপ্নে এসে নিজের অবস্থা অপরকে বলবো, আমি বললাম: এটা কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, মুমিনের রূহ মুক্ত

থাকে, দুনিয়ার জমিনে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, এরপর হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওফাত বরণ করলেন, অতঃপর একদিন কায়লুলা (দুপুরের খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষন আরাম) করছিলাম, হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার সামনে এলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا سَيِّدِیۡ وَ رَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ । আমি উত্তরে: وَعَلَيۡكُمُ السَّلَامُ وَ رَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُه বললাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ওফাতের পর আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ হলো? এবং আপনি কোন মর্যাদায় আছেন? তখন তিনি বললেন: আমি খুবই উত্তম অবস্থায় আছি এবং আমি আপনাকে এটাই উপদেশ দিবো যে, আপনি সর্বদা তাওয়াক্কুল করতে থাকুন, কেননা তাওয়াক্কুল হচ্ছে উত্তম বিষয়, তাওয়াক্কুল হচ্ছে উত্তম বিষয়, তাওয়াক্কুল হচ্ছে উত্তম বিষয়, এই বাক্যটি তিনবার বলেছিলেন। (শাওয়াহেদুন্নবুয়ত, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, তাওয়াক্কুল দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই উপকারী, আসুন! এর আরো ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা শ্রবন করি।

তাওয়াক্কুলের উপকারীতা

(১) তাওয়াক্কুলকারী দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকে। যেমনটি হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদিন আমার বরহক মুর্শিদ বাইতুল জ্বিন থেকে দামেশক যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করলেন, বৃষ্টির কারণে আমার কাদায় চলা কষ্টকর হচ্ছিলো কিন্তু যখন আমি আমার মুর্শিদের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম যে, তাঁর কাপড় ও জুতো শুকনো

ছিলো, আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম (এবং এই আশ্চার্যজনক ঘটনার হিকমত জিজ্ঞাসা করলাম) তিনি বললেন: হ্যাঁ! যখন আমি তাওয়াক্কুল করে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে বাতিনকে লালসা থেকে সংরক্ষন করেছি, সেই সময় থেকে **আল্লাহ পাক** আমাকে কাদা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। (কাশফুল মাহজুব, ২৫৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের বরকতে ইহকালিন বিপদ থেকে আমাকে মুক্ত করে দেয়া হলো।

(২) তাওয়াক্কুল সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে নেয় বরং তাওয়াক্কুল যদি পরিপূর্ণ হয়, তবে মানুষ তাওয়াক্কুলকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যেমনটি হযরত সুলায়মান খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার নিয়্যতে **আল্লাহ পাকের** প্রতি তাওয়াক্কুল করে, তবে রাজা ও প্রজা সবাই তার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে কিন্তু সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না, কেননা তার মালিক **আল্লাহ পাক** ধনী এবং খুবই প্রসংশিত।

(মিনহাজুল আবেদিন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সফলতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মানসিক ও হৃদয়ের হয়ে থাকে এবং এর বদৌলতেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে মানসিক ও হৃদয়ের প্রশান্তি ধন-সম্পদ থেকেও বেশি দামি ধন ভান্ডার এবং এটি তাওয়াক্কুলের বরকেত অর্জন করে সম্পদশালী হওয়া যায়।

(৩) এক বুযুর্গ বলেন: আমার শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় মজলিশে বলতেন: নিজের ভাগ্যকে সেই সত্তার প্রতি সর্মপন করে দাও, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তবেই প্রশান্তি পাবে। (মিনহাজুল আবেদিন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

(৪) তাওয়াক্কুলের অসংখ্য বরকত থেকে সবচেয়ে বড় বরকত এটা যে, এর বদৌলতে ঈমানের হিফাযত হয়, কেননা শয়তান যখন কারো ঈমানের উপর হামলা করে তখন সর্বপ্রথম তার **আল্লাহ পাকে**র প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসাকে দূর্বল করে দেয়, সুতরাং যদি আমরা নিজের ঈমানের হিফাযত করতে চাই তবে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে, এক বুযুর্গ বলেন: আমার এক বন্ধু আমাকে বললো যে, আমার একজন নেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: "থাকা তো তাদের, যাদের ঈমান হিফাযত রয়েছে এবং তারা শুধু তাওয়াক্কুলকারীই হয়, যাদের ঈমান হিফাযত রয়েছে।" (মিনহাজুল আবেদিন, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা তাওয়াক্কুলের উপকারীতা শুনলাম, তাওয়াক্কুল হচ্ছে দুঃখ কষ্টের নিরাপত্তা, সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচার, মানসিক ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি ঈমানের নিরাপত্তার উপায় হয়। এমনিভাবে তাওয়াক্কুল না করাতে দুঃখ কষ্টে লিপ্ত হওয়া, সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী, মানসিক অস্থিরতায় লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি ঈমান হারা হওয়ার বিপদ রয়েছে। এইজন্যই সর্বদা আপন দয়ালূ **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করা উচিৎ, **তাঁর** নিকট ভালভাবে আস্থা রাখা উচিৎ এবং সর্বদা **তাঁর** প্রতি ভরসা, অল্পেতুষ্টতা অর্জনের দোয়া করতে থাকা উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আজকের বয়ানে অল্পেতুষ্টতা এবং তাওয়াক্কুল সম্পর্কে শুনলাম, অল্পেতুষ্টতা এবং তাওয়াক্কুল ঈমানে উন্নতি, আমলে উৎকর্ষতা এবং অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার লাভের উপায়।

১. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

২. সে উপায় থেকে বেশি উপায় সৃষ্টিকারীর প্রতি লক্ষ্য রাখে।

৩. অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করা **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের অভ্যাস, অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ায় অসংখ্য দুঃখ এবং কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

৪. অল্পেতুষ্টিতা বান্দাকে হিংসা ও লালসা থেকে মুক্ত রাখে।

৫. মানুষকে চাহিদার অনুসরন করা থেকে বাঁচায় এবং এর বরকতে জীবন প্রশান্তিতে অতিবাহিত হয়।

৬. এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার প্রেরণা পাওয়া যায়।

৭. অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসাকে ছিন্ন করে দেয়।

৮. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পছন্দনীয়।

৯. তাওয়াক্কুলকারী **আল্লাহ পাকের** প্রিয়।

১০. তাওয়াক্কুল মুমিন বান্দার অন্তরে ঈমানের নূরকে আরো বৃদ্ধি করে, দুঃখ এবং কষ্টে তাওয়াক্কুলই দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং সহ্যের শিক্ষা দেয়।

১১. তাওয়াক্কুলকারী দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

১২. তাওয়াক্কুল সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

১৩. তাওয়াক্কুলকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নসীব হয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে **তাঁর** প্রতি ভরসা করা এবং অল্পেতুষ্টতার সম্পদে সম্পদশালী করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চাই যে, আমাদেরও অল্পেতুষ্টতার মহান দৌলত নসীব হয়ে যাক, তবে এর জন্য আমাদেরকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়াও করা উচিৎ, তাছাড়া **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টতার ফযীলত এবং হিংসা ও কৃপণতার শাস্তি সমূহ অধ্যয়ন করা উচিৎ, তাছাড়া উত্তম চরিত্রের এবং ভাল গুণাবলীর অধিকারী নেক লোকদের সহচর্যও অবলম্বন করা উচিৎ, কেননা সহচর্য মানুষের আচার আচরন এবং তার কথাবার্তায় অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"ভয়ানক উট"** থেকে বসার কয়েকটি আদব শ্রবন করি।

✱ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অনেক ক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থানে বসে আর **আল্লাহর** যিকির ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ না পড়ে সেখান থেকে উঠে যায়, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হলো, যদি **আল্লাহ পাক** ইচ্ছা করেন আযাব দিবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসতাদরিক, ১/১৬৮, হাদীস ১৮৬৯) ✱ হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পবিত্র কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় ইহতিবা অবস্থায় উপবিষ্ট দেখেছি। (বুখারী, ৪/১৮০, হাদীস ৬২৭৬) ইহতিবা মানে হলো যে, নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে দুই হাঁটুকে উভয় হাতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। এভাবে বসা বিনয়ের পর্যায়ভূক্ত। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৩২) ✱ এভাবে বসা অবস্থায় বরং যখনই বসবে পর্দার স্থানে আকৃতি যেনো দেখা না যায়, অতএব "পর্দার উপর পর্দা" করার জন্য হাঁটু

থেকে গোড়ালী পর্যন্ত একটি চাদর দিয়ে ঢেকে নিবেন, যদি পরনের জামা সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে এর আঁচল দিয়েও "পর্দার উপর পর্দা" করা যেতে পারে।

ঘোষণা

বসার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন

তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**